একসঙ্গে অতিরিক্ত বাস্তবতা

FERDINANDO FREGA · GILLETTENARRATIVE · GILLETTEVATICANO · 11/17

তারা আমাকে পাগল বলেছিল। একবারের বেশি। কখনো কারণ আমি বেশি ভাবতাম। কখনো কারণ আমি বেশি অনুভব করতাম। আর কখনো নিছক কারণ আমি জিনিসগুলো অন্য কোণ থেকে দেখতাম।

সময়ের সঙ্গে আমি বুঝলাম, যাকে আমরা শ্রেণিভুক্ত করতে পারি না, পাগলামি প্রায়ই তারই লেবেল।

এটি সেই একই হাতিয়ার, যা মন্দির ব্যবহার করেছিল। একটি শ্রেণি বরাদ্দ করো। একটি লেবেল খুঁজে বের করো। তুমি যা আগেই জানতে, তার এক নিচু সংস্করণে একজন মানুষকে পাল্টে দাও। শব্দটি শতাব্দীর সঙ্গে বদলায়। কাজটি বদলায় না।

তবু এক ধরনের পাগলামি আছে যার জন্ম অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা থেকে। অতিরিক্ত প্রশ্ন করা থেকে। গভীরতাহীন উপরিতলকে মেনে নিতে না পারা থেকে।

পাগলামি এমন একটি ঘর, যেখানে ভাবনা ভাষার চেয়ে দ্রুত ছোটে। যেখানে আবেগ আসে সব একসঙ্গে। যেখানে হৃদয় তার দরজা বন্ধ করতে পারে না।

যে-ই এর ভেতর দিয়ে যায়, সে কখনো অপরিবর্তিত অবস্থায় বেরিয়ে আসে না। কারণ সে কিছু একটা দেখে ফেলেছে। আর যা দেখা হয়ে গেছে, তাকে না-দেখা করা যায় না।

অনেকে বিশ্বাস করে পাগলামি বুদ্ধিমত্তার বিপরীত। আমি নিশ্চিত নই। কখনো কখনো তারা কাছের আত্মীয়। কখনো কখনো পাগলামি হলো বুদ্ধিমত্তা তার শেষ সীমায় পৌঁছে যাওয়া। সেই বিন্দু, যেখানে তাকে আর ধরে রাখা যায় না। যেখানে সে দেখে বড় বেশি যোগসূত্র। বড় বেশি অর্থ। একসঙ্গে বড় বেশি বাস্তবতা।

আর যখন তা ঘটে, ভাষা আর যথেষ্ট থাকে না। কেবল অঙ্গভঙ্গি—কিংবা নীরবতা—থেকে যায় এক অসম্পূর্ণ অনুবাদক হয়ে।

এ হলো ঘরটির এক অর্ধেক। বাইরে থেকে দেখলে তা বাড়াবাড়ি। ভেতর থেকে দেখলে তা সম্পূর্ণ অন্য কিছু।

এমন একটি ভূখণ্ড আছে যা খুব কম মানুষই চেনে। তা পড়ে থাকে বিশৃঙ্খলা আর স্বচ্ছতার মাঝখানে। ক্ষত আর উপলব্ধির মাঝখানে। ধস আর পুনর্জন্মের মাঝখানে। আমি একে বলি স্বচ্ছ পাগলামি।

সেখানে যোগসূত্রগুলো দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। মুখোশ খসে পড়ে। খুঁটিনাটি কথা বলতে শুরু করে।

এটি ব্যাখ্যা করা কঠিন। যারা কখনো এর ভেতর দিয়ে যায়নি, তারা একে গুলিয়ে ফেলে বিভ্রান্তির সঙ্গে। আসলে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। এটি অতিরিক্ত স্বচ্ছতা। একসঙ্গে দেখে ফেলা বড় বেশি বাস্তবতা।

যারা স্বচ্ছ পাগলামির ভেতরে বাস করে, তারা পথ হারায়নি। তারা নেহাত এমন জায়গা পেরিয়ে যাচ্ছে, যেখানে অন্যেরা এখনো পৌঁছায়নি।

একবার আমরা এক খদ্দেরের কাছে গিয়েছিলাম যে কখনো সময়মতো টাকা দিত না। তার দেরির কারণে সে বারবার বকেয়া হিসাবের তালিকায় ফিরে আসত। এমনকি ক্রেডিট ম্যানেজারও জড়িয়ে পড়লেন। তিনি এসেছিলেন Milan থেকে। বেশি বিশ্লেষণী। বেশি যুক্তিনিষ্ঠ। কম আবেগপ্রবণ। তবু খদ্দেরটি শুনত না।

সময় গড়াল। একদিন তার সঙ্গে আবার দেখা হলো। আমি বললাম:

“অভিনন্দন। বকেয়ার তালিকায় আপনার নাম আর নেই। আপনি অবশেষে আর সবার মতো হয়ে গেছেন।”

সে আমার দিকে তাকাল। হাসল। আর জবাব দিল: “বন্ধু আমার, আবার তাকান। আপনি যদি আমাকে না দেখে থাকেন, তার মানে এই নয় যে আমি নেই।”

সেই মুহূর্তে আমি একটা কিছু বুঝলাম। স্বচ্ছ পাগলামি মানে যা নেই তা দেখা নয়। মানে যা সত্যিই আছে তা দেখা, যখন আর সবাই অন্য কোথাও তাকিয়ে আছে।

বাড়াবাড়ি আর দূরদৃষ্টি দুটি আলাদা ঘর নয়। ওরা একই ঘর, আর আপনি কোন দরজাটি ব্যবহার করেন তা-ই ঠিক করে আপনি তাকে কোন নাম দেবেন। যারা একে পাগলামি বলে, তারা দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। তারা ঘরটিকে বর্ণনা করছে না। তারা ফরম্যাটকে রক্ষা করছে। আর ফরম্যাট তার বাইরে বাঁচার জন্য কাউকে কখনো ক্ষমা করেনি।

Ferdinando